কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে জনপদনিবেশ

Date - 02/08/2026
Boalia

জন = লোক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের মানুষকে বোঝায়।

পদ = অবস্থান। নিবেশ = স্থাপন। ব্রাহ্মণাদি লোককে রাজা কোথায় কিভাবে দেশের মধ্যে রাখবেন — সেই বিষয়কে মহামতি কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় ~~অধিকরণের~~ অধিকরণ অধ্যক্ষপ্রচারের প্রথম অধ্যায়ে করেছেন। এই কারণে এই অধ্যায়ের উপযুক্ত নাম জনপদনিবেশঃ।

জনপদ হল এককথায় কোনো বৃহৎ অঞ্চল বা এলাকা। এটি দুপ্রকার। যথা - পূর্ব থেকেই বিদ্যমান জনপদ এবং নতুন ভাবে নির্মিত। এগুলোতে রাজা অন্য দেশ থেকে নানারকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোক এনে রাখতে পারেন অথবা নিজের দেশের কোনো ঘনবসতিপূর্ণ স্থান থেকে লোক এনে রাখতে পারেন।

নতুন গ্রাম স্থাপন করলে রাজা সেখানে শূদ্র জাতীয় কৃষিজীবীদের প্রাধান্য দেবেন

কেননা কৃষিজ ফসল না পেলে মানুষ জীবনধারণ করবে কিভাবে? এই গ্রামে কমপক্ষে একশটি পরিবার ও বেশী পক্ষে ৫০০ টি পরিবার থাকবে। দুটি গ্রামের ব্যবধান এক ক্রোশ বা দু ক্রোশ হবে। গ্রামের সীমা নির্ধারিত হবে নদী, পর্বত, বন, সেতুবন্ধ ইত্যাদির দ্বারা।

আটশ গ্রামের কেন্দ্রে একটি দুর্গ থাকবে। চারশত গ্রামের মধ্যে একটি ছোট দুর্গ, দুইশ গ্রামের মধ্যে একটি কার্বটিক বা ছোট শহর থাকবে। দশটি গ্রামকে একত্রিত করে একটি সংগ্রহন বা বড় গ্রাম হবে। বর্তমানে এটি মৌজার মত।

প্রতিটি জনপদের সীমান্তে চারদিকে অন্তপালরা দুর্গে থাকবেন। এখানে জনপদের লোকেদের প্রবেশ ও নির্গমের জন্য দ্বার থাকবে। দুটি দুর্গের মাঝখানে বাগুরিক (ব্যাধ) শবর, পুলিন্দ, চন্ডাল ও বনচারীরা থাকবেন। দুর্গের সুরক্ষার জন্য।

রাজা জনপদের ব্রাহ্মণ, যাজক, অধ্যাপকদের জন্য ব্রহ্মদেয় নাম করবিহীন জমি দান করবেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষ, গণনাকারী,

গোপ বা তত্ত্বাবধায়ক, নগর চতুর্ভাগের শাসনকর্তা স্থানিক, হস্তিচিকিৎসক বা অনীকস্থ, বৈদ্য, অশ্বদমক প্রভৃতিকেও করবিহীন জমি দেবেন যা তাঁরা বংশানুক্রমে ভোগ করবেন, কিন্তু বিক্রি করতে পারবেন না।

জনপদে কোন কৃষক কৃষিকাজ করতে সম্মত হয়েও কৃষিকাজ না করলে রাজা তার কাছ থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে অন্য ~~কৃষ~~ কৃষকদের দেবেন। কৃষিকাজের উপকরণাদির অভাবে কৃষকরা চাষ করতে না পারলে রাজা তাদের বীজধান্যাদি যোগান দেবেন। রাজকোষের ক্ষতি না করে রাজা কৃষকদের অনুগ্রহ ~~করে~~ করবেন। রাজকোষের ক্ষতি হলে পরে প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত করসংগ্রহের চাপ পড়বে।

রাজা নতুন ~~জ~~ নির্মিত জনপদে খনি, কারখানা, দ্রব্যবন, হস্তিবন, গবাদিক্ষেত্র, বাণিজ্যপথ, নদী-জলপথ, বাজার ইত্যাদি নির্মাণ করাবেন। নদী বিহীন স্থানে জলবেষ্টনী করতে হবে।

সংঘবদ্ধ হয়ে ~~কেউ~~ সেতুবন্ধ করার প্রতি-শ্রুতি দিয়েও কেউ যদি নির্দিষ্ট কাজ করতে অনিচ্ছুক হয়, তবে ঐ ব্যক্তির ভৃত্য ও ষাঁড় দিয়ে সেতুবন্ধের কাজ

করানো হবে। তাতে ব্যয়িত অর্থও ঐ ব্যক্তি দেবেন।

রাজা দেশে রক্ষকহীন বালক বৃদ্ধাদির ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবেন। রক্ষকহীন বালকের সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। বালক সাবালক হলে সেই সম্পত্তি ~~রক্ষক~~ তাকে প্রত্যর্পণ করতে হবে। দেবালয়ের সম্পত্তি গ্রামবৃদ্ধেরা ভোগ করবেন না।

যিনি সামর্থ্যসত্ত্বেও সন্তানাদিকে ভরণপোষণ করেন না তিনি রাজাকে ১২ পণ দণ্ড দেবেন। কিন্তু সন্তানাদি চরিত্রভ্রষ্ট হলে গৃহস্থকে ভরণপোষণ না করার জন্য কোনো দণ্ড দিতে হবে না।

স্ত্রীপুত্রাদির জীবনধারণের উপযোগী ব্যবস্থা না করে কেউ সন্ন্যাসী হলে তাকে প্রথম সাহসদণ্ড (আড়াইশত পণ) দিতে হবে।

প্রজাবিপ্লবে সাহায্যকারীকে জনপদে বাস করার অনুমতি দেওয়া হবে না। জনপদে চিত্তবিনোদনের জন্য উপবন ও নাট্যশালা নির্মিত করা যাবে না।

নর্তক, গায়ক, বাদক এরাও এগুলি নির্মাণ করতে ~~হ~~ পারবেন না। কারণ

Happiness is not something ready made. It comes from your own actions. - Dalai Lama XIV

এগুলো গঠিত হলে নৃত্যাদিতে মানুষ মত্ত হয়ে কৃষিকাজ বর্জন করবে। অন্যদিকে কৃষিকর্মাদিতে মানুষ ব্যস্ত থাকলে কোষাগার, ধান্য, গুড় প্রভৃতির বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে।

শত্রুর সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত প্রজাদের রাজা রক্ষা করবেন বা কর ছাড় দেবেন। বিষাদির প্রয়োগে পশুচারণক্ষেত্র নষ্ট হলে রাজা তার রক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

শুল্কসংগ্রহকারীরা বনিকদের বাণিজ্যে যাতে অতিরিক্ত শুল্ক গ্রহণের মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি না করেন — রাজা তা দেখবেন। পূর্বেই বিদ্যমান, উপবন, সেতুবন্ধের রক্ষণ ও নতুন উপবনাদির নির্মাণ করে রাজা দেশের সমৃদ্ধি ঘটাবেন।

এইভাবে জনপদের সার্বিক কল্যাণে রাজা নিয়োজিতপ্রাণ হবেন।

—x—